অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতা অপব্যবহারের

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৮ আগস্ট ২০১৯ ০২:১০

গাজীপুরের কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মো. মাসুদ রেজার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনৈতিক কর্মকা- জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এসবের তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে গত ১৫ জুলাই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালককে চিঠি দিয়েছেন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এর পর ২৫ জুলাই অধিদপ্তরের পরিচালক ড. আলহাজ উদ্দিন আহাম্মেদ স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে অধ্যক্ষ মাসুদ রেজাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। তবে কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে গেলেও গত কয়েক মাসে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

চিঠিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অভিযোগ করেন, অধ্যক্ষ মাসুদ রেজা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র জিপ গাড়িটি প্রত্যেক সপ্তাহের ২-৩ দিন ঢাকায় নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। এ ছাড়া ডিএইর প্রশিক্ষণ উইং থেকে প্রতিমাসে বা প্রতি দুই মাসে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও টাকা খরচের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত দুই বছরে তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের কোনো সভা না করে কোর্স কো-অর্ডিনেটরের মতামত না নিয়েই সে অর্থ উত্তোলন এবং আত্মসাৎ করছেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরের টাকাও তিনি আত্মসাৎ করেন। জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে অনুপস্থিত থাকা এবং দায়িত্বভার কাউকে হস্তান্তর না করে বিদেশে ছুটি কাটানো তার অভ্যাস। শুধু তাই নয়, অধ্যক্ষ মাসুদ রেজা

advertisement

ইনস্টিটিউটের একতলা ল্যাবরেটরি ভবনে নকশাবহির্ভূত কক্ষ তৈরি ও রেস্ট হাউস বানিয়ে নিজে বসবাস করছেন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের টাকায় টিভি ও এসি কিনে তার কক্ষে স্থাপন করেছেন। প্রতিষ্ঠানের মাঠটিও তিনি বহিরাগতদের কাছে বর্গা দেন।

এদিকে কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠানের আবুল কালাম আযাদ ছাত্রাবাস উন্নয়নের দাবি জানিয়ে অধ্যক্ষের কাছে শিক্ষার্থীদের পক্ষে আবেদন করা হয়। ওই আবেদনে হোস্টেলের আসবাবপত্রের অভাব, টয়লেট সংকট, খেলাধুলার সরঞ্জাম না থাকাসহ নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে উত্থাপিত অভিযোগগুলো অস্বীকার করে অধ্যক্ষ মাসুদ রেজা বলেন, রেজ্যুলেশন মেনে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে। এ ছাড়া বহিরাগতদের জমি বর্গা দেওয়া হয়নি। নিয়মমাফিক রেজ্যুলেশন করে এ মাঠ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালকের দেওয়া চিঠির কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে গেছে। এরপর কী হয়েছে সে বিষয়ে আমার জানা নেই।